45

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... JAN. 1 8 1999

পৃষ্ঠা 7 কলাম 4

কলকাতার বইমেলা

সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের 'গণতালিকা' ঃ ক্ষুব্ধ লেখক ও শিল্পী সমাজ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

কলকাতা বইমেলার জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সরকারি প্রতিনিধি 'গণতালিকা'য় ক্ষুব্ধ হয়েছেন দেশের শীর্ষস্থানীয় কবি, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা। দেশের প্রধান কবি শামসুর রাহমানসহ বেশ কয়েকজন লেখক শিল্পী সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অতিথি হয়ে কলকাতা বইমেলায় যাচ্ছেন না। গতকাল পর্যন্ত বহু লেখক-বুদ্ধিজীবীই সরকারের প্রতিনিধি হয়ে বইমেলায় যোগদানের সরকারি চিঠি পাননি। সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় যে ভাষায় এবং যে শর্তে বিশিষ্ট লেখক বুদ্ধিজীবীদের চিঠি দিয়েছে তা নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন কয়েকজন।

এবারের কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশকে 'থিম কান্ট্রি' করা হয়েছে এবং বইমেলা উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। স্বভাবতই কলকাতা বইমেলা ব্যাপকভাবে আলোড়ন তুলেছে লেখক-কবিদের মধ্যে। এ

ক্ষুব্ধ ঃ পৃঃ ৭ কঃ ৪

ক্ষুব্ধ ঃ লেখক ও শিল্পী সমাজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিপ্রেক্ষিতে ৮১ জন লেখক, কবি, শিল্পী, সাংবাদিক নিয়ে একটি দল সরকারি প্রতিনিধি হিসেবে কলকাতা বইমেলায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। দীর্ঘদিন ধরে প্রতিনিধিদের নাম নিয়ে জল্পনা-কল্পনার পর গত বৃহস্পতিবার বিকেলে ৮১ জনের তালিকা আলোর মুখ দেখেছে। খুব তাড়াহুড়ো করে তালিকা প্রকাশ করায় অনেক লেখক-কবির ঠিকানা যোগাড় করতে পারেনি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়। তালিকা প্রকাশের ৩ দিন পরও ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানসহ অনেকে চিঠি পাননি।

তালিকায় নবীন-প্রবীণ লেখক-বুদ্ধিজীবীদের নাম এলোমেলো প্রকাশ করা হয়েছে, যা অনেকের কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছে। কাইয়ুম চৌধুরী, ডঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডঃ মুহাম্মদ সামাদ প্রমুখের নাম লেখা হয়েছে ভুলভাবে।

সরকারি প্রতিনিধিদের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় থেকে বিমান ভাড়া, ভ্রমণ কর এবং পকেটমানি হিসেবে ২ হাজার টাকা দেয়া হবে, লেখক বুদ্ধিজীবীদের স্ব-স্ব ব্যবস্থাপনায় কলকাতায় আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে বলে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবীণ কবি সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের একা কলকাতায় গিয়ে নিজের বাসস্থান ঠিক করতে বলা ভদ্রচিত নয় বলে কয়েকজন প্রবীণ কবি-শিল্পী মনে করেন।

কবি শামসুর রাহমানের সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, এভাবে আমন্ত্রণ জানালে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি বলেন, আমি তো নিজে যেতে চেয়ে আবেদন করিনি। কেউ আমন্ত্রণ জানালে সম্মানের সাথেই জানানো উচিত।

শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, তালিকায় যে ক্রমিকে এবং যে বানানে (কাউয়ুম) নাম লেখা হয়েছে তাকে ভদ্রতা বলা যায় না।

জানা গেছে, ব্যক্তিগত কারণে অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, কাইয়ুম চৌধুরী, হুমায়ূন আহমেদ প্রমুখ কলকাতা বইমেলায় যাবেন না।

গতকাল পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি এক বিবৃতিতে তালিকায় তাদের কোন প্রতিনিধি না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

গতকাল বিকেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ থেকে ১ লাখ বই পাঠানো হচ্ছে বলে জানানো হয়।